

মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয়ায় কেয়ারিং মাইন্ডস

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস কেয়ারিং মাইন্ডস (ইনসিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ) এর প্রতিষ্ঠাতা তথ্য সাইকোথেরাপিষ্ট মিল বৃথিয়া জানিয়েছেন, ‘আমি নিজে সফলভাবে ডিপ্রেশন কঠিনে উঠেছি। এই বিষয়টাকে অঙ্গু বা চীর বিষয় নয় এমন মান করা চালাবে না। বরং খোলা মান মানসিক রোগের বিষয়টা সবার সঙ্গে আলোচনা করা মরকোর। এখন আপনার মানসিক সুস্থিত ভুক্তি দাবি রাখে।’ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মিল বৃথিয়ার গড়ে তোলা কেয়ারিং মাইন্ডস হল এমনই এক সঙ্গী, যেখানে এছাতার তলায় সৎ ব্যবহারে মানসিক ঢিক্কিসার সুস্থিত রয়েছে। নয় বছরের বেশি সময় ধরে এই সংস্থা প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষের জীবনে সদর্দের পরিবর্তন আনেন সহজে হয়েছে এদের বিভিন্ন কর্মসূচের মাধ্যমে। সংস্থার প্রকৃত্ব কর্মকূট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৬ লক্ষের বেশি জিনিকাল সেশন, ৮ হাজারের বেশি ট্রেইনিং সেশন, ৬৬-র বেশি ধরানের পরিবেদার সম্মতি, ২৭টি ও বেশি ঘোষণাপত্র কোর্সের প্রকারভেদ, ৮৭-র বেশি অ্যালেনার এবং ৩৫ এর বেশি মেন্টাল হেলথ পেশাদারের সূচক পরিমেয়। এখনকার আকারে ইতিবেশী উইয়েয়ে রয়েছে বিভিন্ন মনের দীর্ঘ ও স্থায়োদারি কোর্স বা কর্মশালা। যেমন- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক তে কৃত ১ বছরের পিজি ডিপ্লোমা ইন সাইকোলজিকাল কাউলেলিং এবং সাইকোথেরাপির পের ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স। স্কার্মেনি ওয়ার্কশপ বিভিন্ন ধরনের কোর্স রয়েছে যার মধ্যে উল্লেখ আঠিজন, বিশেষ চাইদাসম্পর্ক শিশুদের পরিচয়া, ব্যক্তিদের ইতাদি। কেয়ারিং মাইন্ডস সম্পর্কে আরও জানতে দেখতে পারেন এই উর্দ্ধেই www.caringminds.co.in অথবা কথা বলতে পারেন এই নম্বে: ৯৮৩৬০৪৩৬৬।



মনের কথা শোনো

কেয়ারিং মাইন্ডসের কর্মসূচির মিল বৃথিয়া জানিন, এ রাজ্যে তথা এশিয়ে মনের যাত্রে অনেকেই আঞ্চলীয় নন। মনোকষ্ট চেপে রেখে আরও ঝোঁগ বাঢ়ায়। করণ সাথে মন খুলে মনের কথা বলতে না পারা কিন্তু মারাত্মক। ভাল থাকতে গেলে শরীরের পশ্চাপালি মনও ভাল রাখা খুব দরকার। ‘লোকে কী বলবে?’-এই ভেবে মনোরোগ পূর্ণে রাখা মারাত্মক। মনের অবস্থা বাইরে থেকে দেখা যাব না বলে অবহেলা একদম নয়। ভাল থাকতে গেলে মনের যাত্র নিন। বর্তমানে উর্বেগ, ডিপ্রেশন, অবসেমিন্ট কম্প্যুলিন্স ডিজঅর্ডার, ডিমেনশিয়া, আলকাইলার্মস ইত্যাদি মানসিক ব্যাহিতে আক্তাস্তের সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ছে। তাই শুরুতেই সাবধান হোন।